বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২৯ জুন ২০২৪ ইং

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, ডোনার, পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ উপস্থিত সূধীমন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। সভার শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিগত ১ বছরে আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাওয়া নাম জানা ও অজানা হাসপাতালের আজীবন সদস্য/সদস্যা, পৃষ্ঠপোষক, ডোনার, হাসপাতালের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীদের। বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি -

- হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, বিশিষ্ট গাইনী রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর (ডাঃ) এম এ তাহের খান স্যারকে যিনি গত ১৬/০৭/২০২৩ তারিখ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি আরো স্মরণ করছি :-
- কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্য খায়েজ আহমেদ ভূঁইয়া।
- ইউএসটিসি'র প্যাথলজি বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান, হাসপাতালের আজীবন সদস্য ও ক্যান্সার হাসপাতালের মেগা ডোনার প্রফেসর ডাঃ আবু তাহের।
- হাসপাতালের আজীবন সদস্য, কার্যনির্বাহী কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ এর শ্রদ্ধেয় শ্বশুর, এনেস্থেসিয়া বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ ইফতেখার তানিম এর পিতা, সার্জারী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ জেসমিন বেগম এর শ্বশুর আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম।
- আইসিইউ বিভাগের প্রথম কনসালটেন্ট ডাঃ মোহাম্মদ মনিরুল করিম চৌধুরী।
- হাসপাতালের দন্ত বিভাগের সাবেক চিকিৎসক ও আজীবন সদস্য ডাঃ কামরুল ইসলাম জুয়েল।
- ডোনার মেম্বার ও ডাঃ খাস্তগীর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষিকা জাহানারা বেগম।
- হাসপাতালের আজীবন সদস্য ও আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী (বহুতলা কলোনী) এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল লতিফ।
- হাসপাতালের আজীবন সদস্য ও কিডনি রোগী কল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাংবাদিক এস এম জাহিদুল হক।
- হাসপাতালের আজীবন সদস্য ও হাটহাজারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মীর মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন।
- হাসপাতালের আজীবন সদস্য ও বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মোঃ রিদোয়ানুর রহমান।
- হাসপাতালের আজীবন সদস্য সাগির মোহাম্মদ আলী, আলহাজ্ব মোঃ ইব্রাহিম, আবদুল্লাহ আল মামুন, আবদুল লতিফ, ফজলুল গনি মাহমুদ, নুরজাহান বেগম ডলি, আলহাজ্ব আবুল কালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব লায়ন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, সুমন দাশ গুপ্তা, ডাঃ শাহ আলম সরকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা মনসুর, হাজী জাফর আহমেদ, আলহাজ্ব আবদুল মাবুদ চৌধুরী।
- দৈনিক আজাদী পত্রিকার ম্যানেজার মঈনুল আলম বাদল।
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জামাল আহমেদ

- কার্যনির্বাহী কমিটির ডোনার সদস্য জনাব মোঃ শহীদ উল্লাহর শ্রদ্ধেয় মাতা জহিরুতুন নেছা।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য এম জাকির হোসেন তালুকদার এর শ্রদ্ধেয় পিতা মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য ডাঃ শাহাদাত হোসেন এর শ্রদ্ধেয় মাতা ছানোয়ারা বেগম।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রখ্যাত নিউরোসার্জন প্রফেসর ডাঃ এল কাদেরীর সহধর্মিনী সুরাইয়া কাদেরী।
- প্রফেসর (ডাঃ) মাহমুদ আহমেদ চৌধুরী আরজুর বড় বোন পারভিন আকতার চৌধুরী।
- শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মিশু তালুকদারের শ্রদ্ধেয় পিতা মৃনাল কান্তি তালুকদার।
- মেডিসিন বিভাগের রেজিষ্ট্রার ডাঃ নাবিল আসগর চৌধুরীর শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব দিদার হোসেন চৌধুরী।
- আজীবন সদস্য আবু মুসা মাসুদ এর শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্ব আবুল কাশেম।
- আজীবন সদস্য মোঃ জাহিদ হোসাইন এর শ্রদ্ধেয় মাতা মোসাঃ নাসিমন আরা বেগম।
- দাতা সদস্য আদিল হাসনাত চৌধুরীর শ্রদ্ধেয় মাতা হোসনে আরা বেগম।
- আজীবন সদস্য নুরুল আকতার এর মাতা আয়েশা বেগম।
- আজীবন সদস্য মোরশেদ আকবরের শ্রদ্ধেয় পিতা হাজী জহুর আহমদ কোং।
- আজীবন সদস্য এনামুল হকের শ্রদ্ধেয় মাতা জাহান আরা বেগম।
- আজীবন সদস্য সোলেমান বাচ্চুর শ্রদ্ধেয় পিতা, গায়েবী মাজারের খাদেম ও আজীবন সদস্য আলহাজ্ব মোঃ ইউসুফ।

পরম করুনাময় মহান আল্লাহর দরবারে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সকলের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে এবং মরহুমগণের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়েছে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

গত ৩০/১০/২০২১ ইং তারিখ একটি অবাধ সুষ্ঠ সুন্দর, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে আপনারা বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির উপর দায়িত্বভার অর্পন করেন। ইতোমধ্যে আমাদের কার্যকালের প্রায় ৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পথে। ১ম বছর অর্থাৎ ২০২১-২০২২ মেয়াদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্ট ও বাজেট বিগত ৩০/০৬/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২য় বছর অর্থাৎ ২০২২-২০২৩ মেয়াদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্ট ও বাজেট গত ২৪/০৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদিত হয়েছে। ৩য় বছর অর্থাৎ ২০২৩-২০২৪ মেয়াদের ১ বছরের হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এবং বর্তমান কমিটির কার্যকালে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিম্নে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

➢ **১০০০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল ভবন ঃ**

আমাদের স্বপ্নের মেগা প্রকল্প ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল ভবন। বর্তমান কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে পুরাতন ভবন থেকে নতুন ভবনে হাসপাতালের কার্যক্রম স্থানান্তর করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করেন। ইতোমধ্যে নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় ৯৫ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে এবং পুরাতন ভবন থেকে নতুন ভবনে হাসপাতালের সকল বিভাগ (ছোট ২/৩টি বিভাগ ছাড়া) স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালের ১২ তলায় সামান্য কিছু কাজ বাকি রয়েছে। আগামী ২/১ মাসের মধ্যেই উক্ত কাজও সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি। নতুন হাসপাাতাল ভবনে হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম ও বিভাগ সমূহ স্থানান্তরের ফলে হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার পরিধি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সেবার মানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন ভবনে বর্তমানে শয্যা সংখ্যা প্রায় ১০০০। পুরাতন ভবনে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ সমূহ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। এতে রোগীদের সেবা

প্রদানে বিভিন্ন সমস্যা হতো। নতুন ভবনে একই কমপাউন্ডে ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্স, ব্লাড ব্যাংক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগ থাকার কারণে রোগীদের হয়রানি অনেক কম হচ্ছে এবং রোগীরা সহজে সেবা পাচ্ছে। নতুন হাসপাতাল ভবনে বিশেষায়িত বিভাগ সমূহ যেমন - আইসিইউ, সিসিইউ, ক্যাথল্যাব, শিশু আইসিইউ, এনআইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার, অবস এন্ড গাইনী লেবার কমপ্লেক্স, ডায়ালাইসিস ইউনিট, ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্স, ব্লাড ব্যাংক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং ও প্রশাসনিক বিভাগকে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনের আওতায় আনা হয়েছে। নিরবনিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য হাসপাতালে ৫১২০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং ১২৫০ কেভিএ একটি ১১৫০ কেভিএ একটি ও ৬৫০ কেভিএ একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। নতুন হাসপাতাল ভবনে মোট ৬টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। আরো ২টি লিফট স্থাপন করতে হবে। সব মিলিয়ে আমাদের স্বপ্নের মেগা প্রকল্প ১৩ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন এখন পুরোদমে চলমান। ভবনের বাহিরের ফিনিশিং সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ সমূহ সম্পন্ন হলে এই প্রকল্প পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হবে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। হাসপাতালের নিজস্ব আয়, সরকারী-বেসরকারী অনুদান সর্বোপরি জনসাধারণের সর্বাত্নক সহযোগীতায় আমরা এই প্রকল্প সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। নতুন হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজের জন্য পিএইচপি ফ্যামিলি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। এছাড়া ক্যান্সার ভবনের জন্যও তিনি আলাদাভাবে আরো ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেন। হাসপাতালের ৭ম তলায় অবস্থিত শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের ফ্লোরটি পিএইচপি ফ্যামিলির নামে নামকরণ করা হয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম প্রফেসর এ এস এম ফজলুল করিম নতুন ভবনের অবস এন্ড গাইনী ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য ১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। গাইনী ওয়ার্ডটি তাঁর প্রয়াত সহধর্মিনী ডাঃ সাহিদা করিম এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। ভিআইপি টাওয়ারের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব আবুল হোসেন ২টি লিফট, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে ২টি লিফট অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোনো প্রকার ব্যাংক লোন ছাড়াই আমরা প্রকল্পটি সম্পন্ন করেছি।

- **চমাশিহা ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার :**

আমাদের স্বপ্নের অন্যতম আরেকটি প্রকল্প হলো "চমাশিহা ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার"। গত ০৪/০২/২০২১ তারিখ ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং গত ০৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ ক্যান্সার হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। তৎকালীন মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তিনিই ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ক্যান্সার হাসপাতালে আমরা বিশ্বের সর্বাধুনিক লিয়েনার এক্সিলারেটর রেডিওথেরাপি মেশিন, অত্যাধুনিক সিটি সিমুলেটরসহ সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। ক্যান্সার হাসপাতালে ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক এই রেডিওথেরাপি মেশিনে রোগীদের রেডিওথেরাপি সেবা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ৫০/৬০ জন রোগী এখানে রেডিওথেরাপি সেবা পাচ্ছে। এছাড়াও ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটে ক্যান্সার রোগীদের কেমো থেরাপিসহ ওয়ান স্টপ চিকিৎসা সেবা চালু আছে। দেশের খ্যাতনামা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের চিফ কনসালটেন্ট প্রফেসর (ডাঃ) কামরুজ্জামান চৌধুরী এখানে নিয়মিত রোগী দেখছেন। এছাড়া ঢাকা থেকে আরো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসগণ এখানে রোগী দেখছেন। ক্যান্সার ভবনের ৫ম তলায় ক্যান্সার রোগীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা অনকো ক্রিটিক্যাল কেয়ার (ক্যান্সার রোগীদের জন্য আইসিইউ) যা বাংলাদেশে প্রথম আমরা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে উক্ত ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও মালামাল হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে। আগামী জুলাই ২০২৪ মাস নাগাদ আমরা এই অনকো ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট চালু করতে সক্ষম হব। পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার হাসপাতাল চালু হলে এখানে ১০০ রোগী ভর্তি করা সম্ভব হবে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে চট্টগ্রামে ক্যান্সার রোগীদের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবা না থাকার কারণে বিশেষ করে চট্টগ্রামে কোনো রেডিওথেরাপি মেশিন না থাকার কারণে চট্টগ্রামের ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য বা রেডিওথেরাপি সেবার জন্য ঢাকা বা দেশের বাইরে যেতে হতো। চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের এই ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট স্থাপনের ফলে চট্টগ্রামের ক্যান্সার রোগীদের এখন আর ক্যান্সার চিকিৎসা বা রেডিওথেরাপি সেবার জন্য চট্টগ্রামের বাইরে যেতে হবেনা। চট্টগ্রামের রোগীরা এখন খুব সহজে এবং কম খরচে এখানে অত্যাধুনিক মেশিনে রেডিওথেরাপি সেবা নিতে পারছে। এটা চট্টগ্রামবাসীর জন্য অনেক বড় পাওয়া। যেহেতু চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে একমাত্র রেডিওথেরাপি সেবা চালু করা হয়েছে তাই রোগীর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান রোগী বৃদ্ধির

কারণে আমরা ২য় রেডিওথেরাপি মেশিন স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করছি। ২য় মেশিন স্থাপনের জন্য আমরা বাংকার তৈরি করে রেখেছি। যাতে ২য় মেশিন নেয়া হলে স্থাপনে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়। ২য় মেশিনটি স্থাপন করতে আমাদের প্রায় ২৫/৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এ ব্যাপারে আমি পুনরায় সকলের সহযোগীতা কামনা করছি। চট্টগ্রামের সর্বসাধারণের সর্বাত্নক সহযোগীতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এই ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট চালু করতে সক্ষম হয়েছি। ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের জন্য যারা বিশেষভাবে অনুদান প্রদান করেছেন তারা হলেন - ১) ইউসিবিএল পিএলসি, ২) জনাব মাহমুবুল আলম ও তার ভাইবৃন্দ, ৩) আইডিএলসি ফিন্যান্স লিঃ, ৪) শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্ট, ৫) ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট ৩৪৫ বাংলাদেশ, ৬) দৈনিক আজাদী, ৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসাইন, ৮) লায়ন রুপম কিশোর বড়ুয়া, ৯) প্রফেসর (ডাঃ) আবু তাহের, ১০) এসিএস লজিসিটক্স লিঃ এন্ড মেরিনার্স কার্গো সার্ভিসেস লিঃ। দৈনিক আজাদী সম্পাদক জনাব এম এ মালেক এই ক্যান্সার হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং দৈনিক আজাদী মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন। আমরা কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে ক্যান্সার হাসপাতাল বাস্তবায়নে সহযোগীতার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পিএইচপি ফ্যামিলি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। এছাড়াও কোটি টাকার নিচে অনেক ডোনার রয়েছে যাদের নাম এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

➢ ৩৪ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক সিসিইউ ও ক্যাথল্যাব স্থাপন ঃ

নতুন হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় ৩৪ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ নতুন সিসিইউ ইউনিট ও অত্যাধুনিক ক্যাথল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। নতুন ক্যাথল্যাব স্থাপনের ফলে এখন এখানে এনজিওগ্রাম, পিটিসিএসহ সকল কার্ডিওলজি রোগীগের সকল প্রসিডিউর করা সম্ভব হচ্ছে। চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে এটি আরেকটি নতুন মাইলফলক। গত ০৩/০৬/২০২৩ তারিখ তৎকালীন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী উক্ত ক্যাথল্যাব আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে হাসপাতালের ক্যাথল্যাবে ১০১৪টি এনজিওগ্রাম ও ৩০২টি পিটিসিএ সহ মোট ১৩৬৩টি বিভিন্ন প্রসিডিউর করা হয়েছে। বিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিষ্ট প্রফেসর ডাঃ আবু তারেক ইকবাল হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রসারিত কার্ডিওলজি বিভাগে বেড সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এখন অধিক সংখ্যক রোগীকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। কার্ডিওলজি বিভাগে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমরা আশা করি চট্টগ্রামে সর্ববৃহৎ বেসরকারী হাসপাতালের সিসিইউ হিসেবে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের সিসিইউ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধীনে আমরা কার্ডিয়াক সার্জারী বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। আশাকরি আগামী ২ বছরের মধ্যে এখানে কার্ডিয়াক সার্জারী চালু করা সম্ভব হবে। এজন্য আমরা কার্ডিয়াক ওটি, কার্ডিয়াক আইসিইউ নির্মাণ কাজ হাতে নিয়েছি এবং উক্ত বিভাগের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকবল নিয়োগের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, হাসপাতালের মেগা ডোনার মরহুম এস এম নুরুদ্দিন সাহেব এই ক্যাথ ল্যাব এবং সিসিইউ'র জন্য সম্পূর্ণ অর্থ একক ভাবে ৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। কার্ডিয়াক সার্জারীর জন্যও তার পরিবারের পক্ষ থেকে এযাবৎ ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখ তিনি ব্যাংককে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই মৃত্যু মা ও শিশু হাসপাতাল পরিবারের জন্য একটি অপূরনীয় ক্ষতি। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে তার মাগফেরাত কামনা করছি।

➢ অত্যাধুনিক নতুন আইসিইউ ও এইচডিইউ ঃ

হাসপাতালের নতুন ভবনের ৫ম তলায় ৩০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের আইসিইউ চালু করা হয়েছে। আইসিইউতে বেড সাইড ডায়ালাইসিস, স্লেড ডায়ালাইসিস, বেড সাইড ইকোকার্ডিওগ্রাফি, বেড সাইড আল্ট্রাসনোগ্রাফি, বেড সাইড ব্রংকোস্কপি ও আলাদা আইসোলেশন বেড/কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের জানা মতে বেসরকারী পর্যায়ে দেশে এটিই সর্ববৃহৎ আইসিইউ। সম্প্রসারিত নতুন এই আইসিইউ ইউনিট চালুর মাধ্যমে চট্টগ্রামে আইসিইউ রোগীদের সিট সংকট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। গত ০৭/০১/২০২৩ তারিখ তৎকালীন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালের নতুন সম্প্রসারিত আইসিইউ ইউনিট উদ্বোধন করেন। আইসিইউ

ইউনিটকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, আইসিইউতে বিশেষভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্সের সমন্বয়ে একটি টিম কাজ করছে। ডাঃ মাহাদী হাসান রাসেল এমআরসিপি (ইউকে), এফআরসিপি (ইডেনবার্গ) সহযোগী অধ্যপক ও আইসিইউ ইনচার্জ হিসেবে কাজ করছেন।

➢ নতুন অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স ঃ

নতুন হাসপাতাল ভবনের ৫ম তলায় একটি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অপারেশন থিয়েটারে অত্যাধুনিক দুটি মডিউলার অপারেশন থিয়েটারসহ মোট ৯টি অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। এটি চালু করার ফলে হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের সংকট সমাধান হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালের সকল বিভাগ প্রতিদিন তাদের চাহিদা অনুযায়ী অপারেশন করতে পারছেন। এজন্য অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণ অপারেশন থিয়েটার থাকার কারণে বিভিন্ন বিভাগের সিডিউল অপারেশনের বাইরেও প্রতিদিন ইমার্জেন্সি অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে একদিকে অধিক সংখ্যক অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে হাসপাতালের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

➢ সম্প্রসারিত নিওনেটাল ওয়ার্ড ঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অন্যতম বিশেষায়িত ওয়ার্ড হলো নিওনেটাল ওয়ার্ড। নতুন হাসপাতাল ভবনের ৪র্থ তলায় নিওনেটাল ওয়ার্ড স্থানান্তর করা হয়েছে। নতুন ভবনে নিওনেটাল ওয়ার্ডের শয্যা সংখ্যা ৫২ থেকে ৮০ টিতে উন্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে এনআইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৪৫টি। নিওনেটাল বিভাগে সব সময় রোগীদের সিট সংকট থাকে। সিটের অভাবে প্রতিনিয়ত অনেক রোগীকে ফেরত দিতে হচ্ছে। নতুন ভবনে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখন আরো অনেক বেশি সংখ্যক নিওনেটাল রোগীদের ভর্তি ও চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হবে। নতুন ভবনে নিওনেটাল ওয়ার্ডকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। নিওনেটাল ওয়ার্ডের জন্য ইতোমধ্যে নিওনেটাল ভেন্টিলেটর, ইনফেন্ট ওয়ার্মার, ইনকিউবেটর, হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা, ফটোথেরাপি মেশিনসহ প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রফেসর ডাঃ ওয়াজির আহমেদ এর নেতৃত্বে একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ টিম এখানে কাজ করছেন। বৃহত্তর চট্টগ্রামে আমাদের নিওনেটাল বিভাগের আলাদা সুনাম রয়েছে। উক্ত বিভাগে বিসিপিএস এর ৩ বছরের ট্রেনিং স্বীকৃত ও অনুমোদিত।

➢ সম্প্রসারিত পেডিয়াট্রিক আইসিইউ ঃ

নতুন হাসপাতাল ভবনের ৭ম তলায় পেডিয়াট্রিক আইসিইউ বিভাগ সম্প্রতি স্থানান্তর করা হয়েছে। নতুন ভবনে পেডিয়াট্রিক আইসিইউ'র শয্যা সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ এ উন্নিত করা হয়েছে। যার ফলে আরো বৃহত্তর পরিসরে ও অধিক সংখ্যক রোগীকে এই ইউনিটে চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। নতুন পেডিয়াট্রিক আইসিইউ ইউনিটের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করে দেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্স এর সমন্বয়ে একটি সমন্বিত টিম এখানে কাজ করছেন। চট্টগ্রামে এটি শিশু রোগীদের জন্য সর্ববৃহৎ আইসিইউ। চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্লিনিকসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আমাদের পেডিয়াট্রিক আইসিইউতে রোগী রেফার করা হয়ে থাকে। খুবই স্বল্প মূল্যে হাসপাতালের শিশু আইসিইউতে রোগীদের সেবা দেয়া হয়ে থাকে। বৃহত্তর চট্টগ্রামে হাসপাতালের শিশু আইসিইউ বিভাগের চিকিৎসা সেবার আলাদা সুনাম রয়েছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে।

➢ নতুন অক্সিজেন জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন ঃ

নতুন হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ তলার ছাদে ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি অক্সিজেন জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত জেনারেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বর্তমানে অক্সিজেন উৎপাদন সহ সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনে অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত অক্সিজেন এর অতিরিক্ত অক্সিজেন আমরা লিনডে বাংলাদেশ থেকে ক্রয় করে থাকি। এতে অক্সিজেন খাতে হাসপাতালের বড় অংকের ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো একটি অক্সিজেন জেনারেশন প্ল্যান্ট বসানো হলে এই খাতে আমরা পুরোপুরি স্বনির্ভর হতে পারব। ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংককে তাদের সিএসআর এর আওতায় হাসপাতালে আরো একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের

জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। এছাড়া নতুন হাসপাতাল ভবনে এয়ার ও অক্সিজেন মেনিফোল্ড স্থাপনের কারণে বর্তমানে আর কোনো এয়ার গ্যাস ক্রয় করার প্রয়োজন হচ্ছে না। এই খাতেও হাসপাতালের বড় অংকের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

➢ হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট ঃ

নতুন হাসপাতাল ভবনের ৩য় তলায় বৃহত্তর পরিসরে ও অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে হাসপাতালের হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ডায়ালাইসিস ইউনিটে দুটি পজিটিভ মেশিনসহ ৭টি ডায়ালাইসিস মেশিনে রোগীদের ৩ শিফটে ডায়ালাইসিস সেবা দেয়া হচ্ছে। ডায়ালাইসিস ইউনিটের জন্য আরো ৪/৫টি ডায়ালাইসিস মেশিনের প্রয়োজন রয়েছে। নতুন মেশিনের অভাবে আরো অধিক সংখ্যক রোগীকে সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ কে খান ফাউন্ডেশনও আরো কিছু ডায়ালাইসিস মেশিন দিবেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিটটি এ কে খান ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

➢ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং ও ল্যাবরোটরি মেডিসিন বিভাগ (ডায়গনষ্টিক বিভাগ) ঃ

নতুন হাসপাতাল ভবনের ২য় তলায় বৃহত্তর পরিসরে রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগ (সিটি স্ক্যান, এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি), ইকোকার্ডিওগাফি, ইটিটি, ইসিজি, স্পাইরোমেট্রি স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ৩য় তলায় বৃহত্তর পরিসরে ল্যাবরেটরী মেডিসিন (ক্লিনিক্যাল প্যাথলজী, বায়োকেমিষ্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজী, পিসিআর ল্যাব, হিস্টোপ্যাথলজী, সাইটোপ্যাথলজী, হেমাটোলজি ল্যাব), ট্রান্সফিউশন মেডিসিন (ব্লাড ব্যাংক) বিভাগ স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে একই কম্পাউন্ডে ডায়গনষ্টিক ব্লক হওয়ায় রোগীরা খুব সহজেই এখানে সকল ডায়গনষ্টিক সেবা পাচ্ছেন। পুরাতন ভবনে এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে এক একটি এককে জায়গায় থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও রোগীরা হয়রানির স্বীকার হতো। বর্তমানে এই সমস্যা আর নাই। এছাড়া ৩য় তলায় ডায়গনষ্টিক ব্লকে সুন্দরভাবে রিপোর্ট ডেলিভারী কাউন্টার করে দেয়া হয়েছে। এখন রোগীরা খুব সহজেই হাসপাতালে সকল প্রকার ডায়গনষ্টিক সেবা পাচ্ছেন। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক, ল্যাবরেটরী মেডিসিন, এক্সরে ও সিটি স্ক্যান বিভাগ ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে।

➢ অবস এন্ড গাইনী বিভাগ ও লেবার কমপ্লেক্স ঃ

নতুন হাসপাতাল ভবনের ৪র্থ তলায় আলাদা ২টি অপারেশন থিয়েটার, ৬টি এক্লেমসিয়া রুমসহ ৩০ শয্যার অত্যাধুনিক লেবার কমপ্লেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া ৪র্থ তলায় গাইনী বিভাগের জন্য আরো ৮৮টি আলাদা শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া গাইনী রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত এসি ও নন এসি কেবিনের ব্যবস্থা রয়েছে। নতুন ভবনের অবস এন্ড গাইনী ও লেবার ইউনিটটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন। বর্তমানে রোগীরা এখানে আরো ভালোভাবে সুন্দর পরিবেশে সেবা পাচ্ছেন। গাইনী বিভাগে বর্তমানে ৫টি ইউনিটে রোগীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত বিভাগে বর্তমানে ২ জন অধ্যাপক, ৬ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ৩ জন সহকারী অধ্যাপক, ১ জন আরএস, ২ জন রেজিষ্ট্রার, ৫ জন সহকারী রেজিষ্ট্রার ও ২০ জন মেডিকেল অফিসার কর্মরত আছেন।

➢ নি্উরোসার্জারী ওয়ার্ড :

হাসপাতালের পুরাতন ভবনের ২য় তলায় ২০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন নিউরোসার্জারী ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। ইতোপূর্বে নিউরোসার্জারী শুধুমাত্র বহির্বিভাগ চালু ছিল। নিউরোসার্জারী বিভাগের জন্য অত্যাধুনিক মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে নিউরোসার্জারী রোগীদের বিভিন্ন অপারেশন করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও দক্ষ নার্সের সমন্বয়ে ওয়ার্ডটি পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রামে বেসরকারী পর্যায়ে সম্ভবত আমরাই প্রথম নিউরোসার্জারী ওয়ার্ড চালু করেছি।

➢ **ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার ঃ** হাসপাতালের পরিসেবা ও সার্বিক কার্যক্রম আরো দ্রুত ও সহজলভ্য তথা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যমানের ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে, যা আমরা বিনামূল্যে পেয়েছি। বর্তমানে হাসপাতালের সকল প্রকাশ লেনদেন সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এছাড়া হাসপাতালের ল্যাবরোটরী সেবাকেও সফটওয়্যারের আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে রোগীর রিপোর্ট হওয়ার

সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসগণ রিপোর্ট দেখা এবং রিপোর্ট কালেকশন করার সুযোগ পাচ্ছে। হাসপাতালে রোগীর এডমিশন, বিলিং, প্যাথলজি কালেকশন, ফার্মেসী ইত্যাদি নতুন সফটওয়্যারের আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে হাসপাতালের সকল বিভাগ ও পরিসেবা সফটওয়্যারের আওতায় আনা হবে। নতুন এই ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার চালু করার ফলে হাসপাতালের পরিসেবার মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার চালু হলে হাসপাতালের সেবার মান, বিভিন্ন খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

➢ এএমইউ ও ইমার্জেন্সি বিভাগঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে চট্টগ্রামে প্রথমবারের মত বেসরকারী পর্যায়ে চালু হয়েছে এ্যাকুইট মেডিকেল ইউনিট (এএমইউ)। এই এ্যাকুইট মেডিকেল ইউনিট (এ.এম.ইউ) উন্নত বিশ্বের ইমার্জেন্সি চিকিৎসা সেবার একটি অন্যতম নাম। চট্টগ্রামে আমরাই প্রথম আইসিইউ, এইচডিইউ সহ একটি পরিপূর্ণ এ্যাকুইট মেডিকেল ইউনিট চালু করেছি। হাসপাতালের এএমইউতে ২০টি শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ইউনিটে রোগীরা ইমার্জেন্সি সার্ভিসের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সেবা পাচ্ছেন সপ্তাহে ৭ দিন, ২৪ ঘন্টা।

➢ **শিশু এএমইউ ও ইমার্জেন্সি ইউনিট :** এডাল্ট এএমইউ ও ইমার্জেন্সির আদলে পেডিয়াট্রিক্স রোগীদের জন্য সম্প্রতি হাসপাতালের নিচ তলায় ৪ শয্যা বিশিষ্ট শিশু এএমইউ ও ইমার্জেন্সি চালু করা হয়েছে। এখানে ওয়ার্মার, অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ শিশু রোগীদের প্রাথমিক জরুরী চিকিৎসা সেবা এখানে যাতে নিশ্চিত করা যায় সেজন্য কনসালটেন্টসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োজিত আছে। এছাড়া হাসপাতালের শিশু স্বাস্থ্য বহির্বিভাগকে উক্ত শিশু এএমইউ'র সাথে নিচতলায় একই কমপাউন্ডে আরো বৃহত্তর পরিসরে স্থানান্তর করা হয়েছে। যার ফলে শিশু রোগীরা এখানে ওয়ান স্টপ সেবা পাচ্ছে। শিশু এএমইউতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জরুরী সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধীনে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প সমূহ অত্যন্ত সুন্দর ও সফল ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

১. ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল।
২. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ।
৩. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ।
৪. চমাশিহা শামসুন নাহার খান নার্সিং কলেজ।
৫. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনষ্টিটিউট।
৬. চমাশিহা অটিজম এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার।
৭. চমাশিহা ক্যান্সার হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট।
৮. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট।
৯. প্রস্তাবিত - বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বৃদ্ধ নিবাস, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১০. প্রস্তাবিত - সায়মা ওয়াজেদ অটিজম ইনষ্টিটিউট এন্ড হোম, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১১. প্রস্তাবিত - চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল বিশ্ববিদ্যালয়।
১২. প্রস্তাবিত - চমাশিহা নিওরোসাইন্স ইনষ্টিটিউট।

নিম্নে হাসপাতালের প্রকল্প সমূহের কার্যক্রমের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোকপাত করা হলো -

চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল ঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অন্যতম প্রকল্প "চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল"। বর্তমানে এটি প্রায় ১০০০ শয্যার একটি পূর্ণাঙ্গ জেনারেল হাসপাতাল হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি রোগী বান্ধব হাসপাতাল। রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। হাসপাতালের অন্তঃ ও বহিঃ বিভাগে বর্তমানে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা সহ সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিবেশ এখন অনেক সুন্দর ও

রোগী বান্ধব। নতুন হাসপাতাল ভবনের লবি ও সংলগ্ন এলাকা দৃষ্টিনন্দন ও সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। রোগীদের বসার জন্য পর্যাপ্ত ওয়েটিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। বহির্বিভাগে সকল বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কনসালটেন্সি সার্ভিস সহ সকল চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগ সকাল ৮.০০ টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত খোলা থাকছে। হাসপাতালে বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ মেডিসিন বিভাগ, শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ, জেনারেল সার্জারী, ইউরোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারী, শিশু সার্জারী, নিউরোসার্জারী, চক্ষু ও নাক-কান-গলা বিভাগ, অবস এন্ড গাইনী, এনআইসিইউ সুবিধা সহ নিওনেটলজি, অনকোলজি, শিশু নিওরোলজি, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি, গ্যাষ্ট্রোএন্টারলজি বিভাগ, চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ, এন্ডোক্রাইনোলজি, নিউরো মেডিসিন, ডেন্টাল, মানসিক রোগ বিভাগ চালু আছে। শিশুদের টিকাদানের জন্য রয়েছে আলাদা ইপিআই কেন্দ্র। হাসপাতালে আরো নতুন নতুন বিশেষায়িত সেবা ও বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বল্প খরচে এখানে সব ধরনের অপারেশন সহ সকল চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। নতুন ভবনে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন ভবনে বর্তমানে শয্যা সংখ্যা প্রায় ১০০০।

হাসপাতালের বিশেষায়িত ও গুরুত্বপূর্ণ সেবা সমূহ ঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা বিদ্যমান রয়েছে। শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের অধিনে শিশু আইসিইউ, শিশু সিসিইউ, শিশু এইচডিইউ, শিশু কিডনী রোগ, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি, শিশু কার্ডিওলজি, শিশু নিওরোলজি, শিশু পরিপাক তন্ত্র, লিভার ও পুষ্টি ইউনিট চালু রয়েছে। ৮০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নিওনেটাল ওয়ার্ড যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ ৪৫ শয্যার এনআইসিইউ রয়েছে। এছাড়া বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা হিসেবে আরো রয়েছে এডাল্ট আইসিইউ, এডাল্ট এইচডিইউ, এডাল্ট সিসিইউ, ক্যাথল্যাব, অনকোলজি (ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট), হেমাটোলজি, হেমোডায়ালাইসিস, নিউরোসার্জারী, অর্থোপেডিক ও ট্রমা ইউনিটের বিশেষায়িত সেবা কার্যক্রম।

উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ঃ

হাসপাতালের শিশু স্বাস্থ্য, নিওনেটলজি, শিশু নিওরোলজি, মেডিসিন, জেনারেল সার্জারী, অর্থোপেডিক সার্জারী, শিশু সার্জারী, অবস এন্ড গাইনী, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, রেডিওথেরাপি, শিশু আইসিইউ ও এনেস্থেসিওলজি এই ১২টি বিভাগের প্রশিক্ষন বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস কর্তৃক এফসিপিএস (পার্ট-২) এর পরীক্ষার জন্য স্বীকৃত ও অনুমোদিত। এছাড়া ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের অধীনে ৬ মাস মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে এমডি (পেডিয়াট্রিক) কোর্স চালু করা হয়েছে।

অনুমোদিত বিভাগ ও প্রশিক্ষনের মেয়াদকাল :

- শিশু স্বাস্থ্য বিভাগে প্রশিক্ষনের মেয়াদকাল ৫ বছর।
- অবস এন্ড গাইনী, মেডিসিন, জেনারেল সার্জারী, শিশু নিওরোলজী, ও নিওনেটলজী বিভাগে প্রশিক্ষনের মেয়াদকাল ৩ বছর।
- শিশু সার্জারী, অর্থোপেডিক সার্জারী, রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং, এনেস্থেসিওলজি বিভাগে প্রশিক্ষনের মেয়াদকাল ২ বছর।
- রেডিওথেরাপি, পেডিয়াট্রিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন (শিশু আইসিইউ) বিভাগে প্রশিক্ষনের মেয়াদকাল ১ বছর।

এছাড়া উচ্চতর প্রশিক্ষনের জন্য এমএস (গাইনী), ডিজিও কোর্স, এমডি (নিওনেটলজি) ও এমডি (শিশু নিওরোলজি) কোর্স চালু করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোর ফার্মেসী ঃ

হাসপাতালের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নতুন ভবনের নিচতলায় আউটডোর ফার্মেসী এবং ৫ম তলায় একটি ও ৮ম তলায় ১টি ফার্মেসী চালু করা হয়েছে। এছাড়া ফার্মেসী ষ্টোর নতুন ভবনের নিচ তলায় আরো বৃহত্তর পরিসরে স্থানান্তর করা হয়েছে। নতুন হাসপাতাল ভবনের গেইট সংলগ্ন জায়গায় আরো একটি ফার্মেসী করার পরিকল্পনা রয়েছে। হাসপাতাল ফার্মেসী থেকে রোগীদের ন্যায্য মূল্যে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঐষধ কোম্পানী গুলোর কাছ থেকে বিশেষ সাশ্রয়অ মূল্যে ঔষধ ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হাসপাতালের ফার্মেসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মডেল ফার্মেসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। হাসপাতালের সব কয়টি ফার্মেসী রোগীদের সেবায় ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হচ্ছে। ফার্মেসীর ঔষধ

ক্রয়-বিক্রয়সহ সার্বিক কার্যক্রম ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্স : চট্টগ্রাম - ১১

আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এম এ লতিফ এমপি মহোদয় হাসপাতালে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্স অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন। এজন্য আমরা মাননীয় এমপি মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাশ্রয়ী মূল্যে উক্ত লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্স সংশ্লিষ্ট সবাই সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

সবুজায়ন ঃ

হাসপাতালে আগত রোগী ও রোগীর এটেনডেন্টদের মানসিক প্রশান্তির জন্য হাসপাতাল এলাকায় সবুজায়ন করা হয়েছে। এজন্য দুইজন মালি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের সার্বিক পরিচর্যার মাধ্যমে হাসপাতাল এলাকার পরিবেশ মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে। যা হাসপাতাল এলাকার সৌন্দর্যবর্ধনসহ রোগীদের মানসিক প্রশান্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে আমি মনে করি।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ঃ

ঐতিহ্যকে ধারণ ও সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলছে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ। মেডিকেল শিক্ষায় অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন আয়োজন, নতুন উদ্যম, নতুন আঙ্গিকে রোগীদের হাসিমুখ তৃপ্তমন নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে যাত্রা করলো এই প্রতিষ্ঠান। ২০০৫-২০০৬ সালে প্রথম ব্যাচে মাত্র ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির মধ্য দিয়ে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গত ০৩.০৬.২০০৬ তারিখ থেকে এর একাডেমিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। ১৯ তম ব্যাচে মেধাক্রমানুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রেরিত তালিকা মোতাবেক সর্বমোট ১১৫ জন শিক্ষার্থীর ভর্তির মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত ও সাফল্যের অগ্রযাত্রায় ১৯ বছর অতিক্রান্ত করছে এই মেডিকেল কলেজ। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অত্র কেন্দ্র হতে প্রথম থেকে ১৩ তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা পাশ করে বর্তমানে অত্র মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসহ দেশে বিদেশে চিকিৎসক হিসেবে চাকুরী/উচ্চতর ডিগ্রী/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। শুরু থেকে এই পর্যন্ত সর্বমোট ১০৫৯ জন গ্রাজুয়েট সাফল্যের স্বীকৃতিতে অভিষিক্ত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষ থেকে পাশকরা গ্রাজুয়েটদের মধ্যে নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া মোতাবেক পারফরমেন্স বিবেচনা করে একজন “বেষ্ট ডাক্তার” নির্বাচিত করে একটি গোল্ড মেডেল ও সম্মাননা দেয়া হয়ে থাকে। গত ২২.১১.২০২৩ তারিখে প্রি-ক্লিনিক্যাল, প্যারা-ক্লিনিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল বিভাগ সমূহের বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে থেকে পারফরমেন্স বিবেচনা করে ডাঃ অহনা নাথকে “বেস্ট ডাক্তার” হিসাবে নির্বাচিত করা হয় এবং “এস এন্ড এফ করিম ট্রাস্ট” এর পক্ষ থেকে তাকে একটি গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম এবং তৃতীয় পেশাগত এম.বি.বি.এস পরীক্ষা মে-২০২৩ এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০৭ জন, পাশ করেছে ৯০ জন এবং রেফার্ড পেয়েছে ১৭ জন (অত্র কেন্দ্রে শতকরা পাশের হার ৮৪.১১% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৭৮.৫১%)। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অরিত্র দত্ত, ক্লাস রোল নং-১৮ প্যাথলজি বিষয়ে অনার্স মার্ক পেয়েছে এবং ফাইজা ইবনাত, ক্লাস রোল নং-৫৬, তাসনিয়া তাবাস্‌সুম তানহা, ক্লাস রোল নং-৮৬ এবং ফাহিয়াত শাহরিমা নাদিয়া, ক্লাস রোল নং-১০২ ফার্মাকোলজি বিষয়ে অনার্স মার্ক পেয়েছে। প্রথম পেশাগত এম.বি.বি.এস পরীক্ষা মে-২০২৩ এ সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ১১৫ জন, পাশ করেছে ১০৪ জন এবং রেফার্ড পেয়েছে ১১ জন (অত্র কেন্দ্রে শতকরা পাশের হার ৯০.৪৩% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৮৭.১২%)। এখানে উল্লেখ্য যে, ৩ জন শিক্ষার্থী (২ জন ছাত্র-মোঃ শাহরিয়ার মাহমুদ ও অর্কদিপ দে, শিক্ষাবর্ষঃ ২০২১-২০২২, ক্লাস রোল নাম্বার যথাক্রমে ৫৭ ও ৭৫ এবং ১ জন ছাত্রী-ফাইরুজ-ই-ফাতেমা শিক্ষাবর্ষঃ ২০২১-২০২২, ক্লাস রোল-৭৪) এনাটমি বিষয়ে অনার্স মার্ক পেয়েছে।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ। ইতোমধ্যে অত্র মেডিকেল কলেজ দেশের অন্যতম সেরা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২২ এর ১৯ ধারা মোতাবেক মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ধারানুযায়ী অত্র মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার নিমিত্তে একটি নিয়োগ কমিটিসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা কমিটি, একাডেমিক কমিটি ও শিক্ষারমান নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটি গুলোর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে।

প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োজিত রয়েছেন যা বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল/বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর ক্রাইটেরিয়ার চেয়েও বেশি। আধুনিক ও মানসন্মত পর্যাপ্ত শিক্ষা সামগ্রী/সরঞ্জামাদি/শিক্ষা উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। কম্পিউটার, ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ'সহ পর্যাপ্ত দেশী বিদেশী নতুন সংস্করণের বই ও জার্ণাল সমৃদ্ধ শীতাতপ ও সি.সি.টি.ভি ক্যামেরা সম্বলিত রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। সি.সি.টি.ভি ক্যামেরার মাধ্যমে কলেজের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক সকল প্রকারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য স্বতন্ত্র রিডিং রুম বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে একটি "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেডিকেল এডুকেশন ইউনিট ও এথিক্যাল কমিটিসহ রয়েছে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী নিবাস। ইতোমধ্যে বিদেশী শিক্ষার্থীদের (পুরুষ) জন্য কলেজ ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় তলায় একটি ছাত্রাবাস তৈরী করা হয়েছে। সমগ্র ক্যাম্পাস ওয়াইফাই জোনের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা উপকরণের অংশ হিসাবে কলেজের লেকচার গ্যালারীতে এল.ই.ডি টিভি প্যানেল/এল.ই.ডি স্ক্রীন ইতোমধ্যে সংযোজন করা হয়েছে। একই সাথে লেকচার হল-১, লেকচার হল-২ এবং পরীক্ষার হল রুমে নতুন সাউন্ড সিস্টেম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে (১৯ তম ব্যাচ) ৫% অর্থাৎ মেধাবী ও অস্বচ্ছল কোটায় বিনামূল্যে ৬ জন শিক্ষার্থীকে অত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। অত্র মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপযোজিত, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অন্তর্ভূক্ত এবং বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বি.এম.এন্ড ডি.সি) কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ফাইনাল পেশাগত এম.বি.বি.এস পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদিত। এভিসেনা ডিরেক্টরী অব মেডিকেল স্কুল (ডব্লিউ.এইচ.ও-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) এবং আই.এম.ই.ডি (ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল এডুকেশন ডিরেক্টরি) চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজকে স্বীকৃতি দিয়ে তালিকাভূক্ত করেছে। চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন, সার্জারী, অবস্ এণ্ড গাইনী, অর্থোপেডিক্স সার্জারী, পেডিয়েট্রিক্স, পেডিয়েট্রিক্স সার্জারী, পেডিয়েট্রিক্স নিওরোলজি, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, নিওনেটেলজি, পেডিয়েট্রিক্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার, এ্যানেসথেসিওলজি এবং রেডিওথেরাপি বিভাগের প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এ্যান্ড সার্জন্স (বি.সি.পি.এস.) কর্তৃক এফ.সি.পি.এস. দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত। মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন-২০২২ অনুসারে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো অনুসারে মোট দুইটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ এবং একাডেমিক কাউন্সিলসহ নিয়মিতভাবে সকল প্রকারের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত পরিচালনা পর্ষদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত রয়েছেন। সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক অত্র মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কলেজে বার্ষিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২৩ অনুযায়ী কলেজের নামে পৃথক একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।

আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস স্মারক নং-১৩৯ তারিখঃ

২৭.০৭.২০২১ মূলে এম.ডি-পেডিয়েট্রিক্স (রেসিডেন্সি) কোর্স অত্র প্রতিষ্ঠানে চালু করার নিমিত্তে কিছু শর্ত সাপেক্ষে অধিভূক্ত করেছে। প্রতি বছর মার্চ সেশনে ০২ জন শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদনের সুপারিশ করা হয় যা কেন্দ্রীয়ভাবে বি.এস.এম.এম.ইউ এর ভর্তির নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে উক্ত কোর্সে ২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে এম.এস (অবসটেট্রিক্স এণ্ড গাইনোকোলজি) ও ডি.জি.ও (ডিপ্লোমা ইন গাইনোকোলজি এণ্ড অবসটেট্রিক্স) এবং এম.ডি (চাইল্ড নিউরোলজি এণ্ড ডেভেলপমেন্ট) কোর্স চালু করার নিমিত্তে ইতোপূর্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক মূলে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ/মতামতসহ পুনরায় আবেদন করার জন্য অত্র মেডিকেল কলেজকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়। উক্ত পত্রের বরাত দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্মারক নং-৭৩৪ তারিখঃ ১৩.১০.২০২৩ মূলে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ হতে কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রথম পর্যায়ে ২০ টি আসনসহ ডেন্টাল ইউনিট স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্তির অনুমোদনও পাওয়া গেছে। বি.এম এণ্ড ডি.সি'র স্বীকৃতির জন্য ইতোমধ্যে আবেদন করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধিন রয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার জন্য তৎসংক্রান্ত কাজ এগিয়ে চলছে। খুব শীঘ্রই চমাশিহামেক ডেন্টাল ইউনিটের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে সভায় আলোচনা করা হয়।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা সকল বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আজ চট্টগ্রামে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষনা ক্ষেত্রে চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। ক্যাম্পাসের ভিতরে চারিদিকে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ হচ্ছে। চিকিৎসা সেবা, চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষনা, প্রশিক্ষণ, নার্সিং শিক্ষা ও সেবা'সহ মানব সম্পদ উন্নয়ন/সৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্প্রসারণ ও নতুন মাত্রায় স্থাপন-এই লক্ষ্য ও বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সকল প্রকারের প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ কার্যনির্বাহী কমিটি/ট্রাস্টি বোর্ড। সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা থাকলে রূদ্ধ পথও সুগম হয়। নিঃসন্দেহে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একটি মডেল হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে একদিন। সে দিন আর বেশি দূরে নয়। সুস্থ জাতি গঠনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষনা কেন্দ্র গড়ে উঠা উচিত। এক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত কারিকুলাম অনুযায়ী একাডেমিক কার্যক্রমসহ বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নিয়মিত ঔড়ঁৎহধষ ঈষঁন, ঈড়হঃরহঁরহম গবফরপধষ উফঁপধঃরড়হ, ঈড়সনরহবফ গড়ৎহরহম ঝবংংরড়হ, ঞবধপযরহম গবঃযড়ফড়ষড়মু, জবংবধৎপয গবঃযড়ফড়ষড়মু, ণবধৎ ইড়ড়শ, ঘবংি খবঃঃবৎ ধহফ ঝঢ়বপরধষ ঁঢ়ঢ়ষরসবহঃ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিষয় গুলোর কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে প্রত্যেক বছর সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন, মহাখালী, ঢাকা এ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন “"উড়ৎঢ়ড়হ" এর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি “চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ জার্ণাল” এর কার্যক্রমও নিয়মিতভাবে চলছে। গবেষণাধর্মী কার্যক্রমও অত্র প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে। সরকারী/বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভাগওয়ারী ছোট ছোট ঝশরষষ খধন. প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালু রয়েছে। রয়েছে একটি সুজ্জিত চমাশিহা আর্কাইভ। মেডিকেল শিক্ষায় আরও ব্যাপকভাবে প্রসারতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সমাজহিতৈষী কিছু নিবেদিত প্রাণ তাঁদের মরনোত্তর দেহদান করে দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন। আমরা তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এখানে রয়েছে আস্থা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের বন্ধন। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধনের এক অনুপম দৃশ্য এখানে। মেধা ও মননশীলতার সংস্পর্শে রয়েছে জ্ঞান। প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের অভেদাঙ্গ মিলন মেলা। রয়েছে জোটবদ্ধ পরিকল্পিত সুন্দর ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা। সর্বত্রই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, প্রতিযোগিতা এবং সমআচরণের অবাধ বিচরণ। ট্রাস্টি বোর্ডের গতিশীল নেতৃত্বে অত্র প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে। সম্মানিত প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাবৃন্দরা নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রানান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নিঃশঙ্কচিত্তে

নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এগিয়ে যাবে। এখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থই প্রায়োগিক প্রাধান্য। এই মনোভাবকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানকে নতুন ও আধুনিক রূপ দিতে ট্রাস্টি বোর্ড সার্বক্ষনিক কাজ করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল শামসুন নাহার খান নার্সিং কলেজ ঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধীনে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএসসি ইন নার্সিং সায়ন্স কোর্স চালু করা হয়। এই কোর্সে আসন সংখ্যা ৫০ টি। বাংলাদেশে নার্সিং সেবা ও নার্সিং শিক্ষার মান উন্নয়নে নিঃসন্দেহে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের এই নার্সিং কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সর্বোপরি নার্সিং শিক্ষা ও নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি নার্সিং পেশার উন্নয়ন না হলে চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। নার্সিং সাব-কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও দিক নির্দেশনায় হাসপাতালের নার্সিং ইনষ্টিটিউট ও নার্সিং কলেজের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কমিটি নার্সিং শিক্ষা ও নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নিং বডির দিক নির্দেশনা মোতাবেক নার্সিং এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কলেজে অধ্যারনরত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করে প্রাকটিক্যাল হিসেবে অত্র হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবায় সহযোগীতা করে থাকে। আমাদের নার্সিং কলেজের ৩টি ব্যাচ ইতোমধ্যে নার্সিং সম্পন্ন করে অত্র হাসপাতালে কাজে যোগদান করেছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের নার্সিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার শতভাগ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে আমাদের নার্সিং কলেজের অবস্থান প্রথম। বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

নার্সিং ছাত্রীদের জন্য আমাদের রয়েছে ছাত্রী নিবাসের সু-ব্যবস্থা। হোস্টেল ব্যবস্থাপনা সাব-কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করা হয়।

নার্সিং শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ওয়েলফেয়ার ফান্ড, চট্টগ্রাম সমিতি ইউকে, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য/সদস্যাগণ সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন ট্রাষ্ট থেকে গরীব ছাত্র/ছাত্রীদের চিকিৎসা ও লেখাপড়ার খরচ বহন করা হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী (ডোনার) জনাব সৈয়দ আজিজ নাজিম উদ্দিন বিএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সের মোট ৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর সম্পূর্ণ টিউশন ফি প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এছাড়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরো অনেকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনষ্টিটিউট ঃ

১৯৮৯ সাল থেকে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ট্রেনিং চালু করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনষ্টিটিউট বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের স্বীকৃতি লাভ করে। অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে দক্ষতার সহিত কাজ করে যাচ্ছে। এখানকার প্রশিক্ষন প্রাপ্ত নার্সদের মাধ্যমে হাসপাতালের নার্সিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নার্সদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষন কোর্সের আয়োজন করে থাকি। হাসপাতালের বিশেষায়িত আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ বিভাগে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত নার্সদের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধি ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা একটি নার্সিং সাব-কমিটি রয়েছে। তারা নার্সিং সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় সমূহ মনিটর করছেন। নার্সিং সেবার মান উন্নয়নের জন্য নার্সদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও নিয়মিত কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নার্সিং ইনষ্টিটিউটে অধ্যারনরত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করে প্রাকটিক্যাল হিসেবে অত্র হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবায় সহযোগীতা করে থাকে।

ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ছাত্রী নিবাসের সু-ব্যবস্থা। হোস্টেল ব্যবস্থাপনা সাব-কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করা হয়।

বর্তমানে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারী কোর্সে আসন সংখ্যা ৫০টি। ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নার্সিং কোর্সে বর্তমানে ভাল জিপিএ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষার কারণে আমাদের নার্সিং এর পাশের হারও খুবই ভালো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশের হার শতভাগ। এছাড়া অত্র ইনষ্টিটিউট থেকে পাশ করা বিপুল সংখ্যক নার্স সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ ঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল "চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ"। উক্ত ইনষ্টিটিউটের অধীনে ১৯৯৭ ইং সাল থেকে ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ (ডিসিএইচ) কোর্সে চালু আছে। এ পর্যন্ত অত্র ইনষ্টিটিউট থেকে ১৩৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০৫ জন শিক্ষার্থী ডিসিএইচ পাশ করেছেন। বর্তমানে ডিসিএইচ কোর্সে ভর্তির জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে পরীক্ষা নেয়া হয় এবং ডিসিএইচ কোর্সের মেয়াদ ২ বছরে উন্নিত করা হয়েছে। আমরা আরো আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, অত্র ইনষ্টিটিউটের অধীনে সরকারী অনুমোদনক্রমে এম.ডি (পেডিয়াটিকস) কোর্স চালু করা হয়েছে। মার্চ ২০২২-২০২৩ সেশন থেকে এমডি (পেডিয়াট্রিকস) কোর্সে ৫ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষনে আছেন। ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ এর অধীনে শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন একাডেমিক ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সেমিনার, জার্নাল ক্লাব ও সিম্পোজিয়াম এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে আইসিডিডিআরবি ও ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ডঐঙ ও আমেরিকার ঔড়যহ ঐড়ঢ়শরহং বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথ ভাবে আমাদের গবেষণা কাজ চলছে। এফসিপিএস (পার্ট-১) এবং ডিসিএইচ শিক্ষার্থীদের জন্য ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে ঙঝচঈ পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইনষ্টিটিউটের জন্য নতুন হাসপাতাল ভবনের ৩য় তলায় অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে আলাদা অফিস রুম, লাইব্রেরী ও ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সেমিনার হলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র ঃ

হাসপাতালের অন্যতম একটি বিশেষায়িত বিভাগ অটিজম ও শিশু বিকাশ ইনষ্টিটিউট। একজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক ও ২জন সহকারী অধ্যাপকের তত্বাবধানে এই কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের এখানে সকল চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এখানে প্রতিবন্ধি শিশুদের ক্লিনিক্যাল এসেসমেন্ট, ডেভেলপমেন্টাল থেরাপি, স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, লো-ভিশন থেরাপিসহ সব ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শিশুদের খিচুনি রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। উক্ত বিভাগে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষন প্রাপ্ত থেরাপিষ্ট সহ প্রয়োজনীয় জনবল রয়েছে। হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ আলাদা আলাদা ভাবে সাজানো হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ই এম জি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। ইভিনিং শিফটেও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। চট্টগ্রামে একমাত্র মা ও শিশু হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য সমন্বিত ভাবে সব ধরনের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। অত্র হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিবন্ধি সংগঠন ও প্রতিবন্ধিদের নিয়ে যেসকল প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের থেরাপিষ্ট ও কর্মীদের দেশের ও দেশের বাহিরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমরা আরো আনন্দের সাথে জানচ্ছি যে, এই সেক্টরে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের অধিনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ডেভেলপমেন্টাল থেরাপি কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে কোর্সটি পরিচালত হবে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আশা করি আগামী জানুয়ারী ২০২৫ সেশনে এই কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে সক্ষম হবো। ডাক্তার এবং নন ডাক্তার উভয়ের ক্ষেত্রে এই কোর্স করার সুযোগ রয়েছে।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট ঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের অধীনে আলাদা ডেন্টাল ইউনিট খোলার জন্য আমরা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে ডেন্টাল ইউনিট চালু করার জন্য আমরা মন্ত্রণালয়ের একাডেমিক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছি। একাডেমিক অনুমোদন পাওয়া গেলে ডেন্টাল ইউনিটে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। আমরা আশা করছি, আগামী সেশন থেকে ডেন্টাল ইউনিটে আমরা ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাতে পারব। ডেন্টাল ইউনিটের জন্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী পুরাতন হাসপাতাল ভবনের নিচতলা ও ৩য় তলায় প্রায় ১ লক্ষ বর্গফুট জায়গায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, ক্লাশ রুম, সেমিনার রুম, টিউটোরিয়াল রুম, বিভিন্ন ল্যাব, ডেন্টাল চেয়ারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহ :

"বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বৃদ্ধ নিবাস" ও "সায়মা ওয়াজেদ অটিজম ইনষ্টিটিউট এন্ড হোম" ঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের নতুন আরো দুটি প্রস্তাবিত প্রকল্প হলো "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বৃদ্ধ নিবাস" ও "সায়মা ওয়াজেদ অটিজম ইনষ্টিটিউট এন্ড হোম"। উক্ত দুটি প্রকল্পের জন্য রাউজানের মাননীয় এমপি এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী, এমপি রাউজান উপজেলার পৌরসভা এলাকায় ২ একর জমি প্রদান করেছেন। তিনি উক্ত জমি রেজিষ্ট্রি মূলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেছেন এবং উক্ত জমির হাসপাতালের নামে নামজারী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত জমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত জায়গায় আমরা একটি আন্তর্জাতিক মানের অটিজম হোম ও বৃদ্ধ নিবাস করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এ ব্যাপারে সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সম্প্রতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এনডিডি ট্রাস্টের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মোঃ শাহ আলম প্রকল্পিটি পরিদর্শন করেন। প্রকল্প পরিদর্শন করে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং উক্ত প্রকল্পে সরকারী অর্থায়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি এজন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে সর্বঅত্বক সহযোগীতার আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়া ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও উক্ত প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এব্যাপারে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন বরবারে ৪২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। রাউজানের মাননীয় এমপি মহোদয় বিষয়টি তদারকি করছেন। উক্ত প্রকল্পের জন্য মাননীয় এমপি মহোদয় তিনি তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। এছাড়া জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আরো ১ কোটি টাকা অনুদানের জন্য তিনি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবরে ডিও লেটার প্রদান করেছেন।

ওয়েব সাইট ও ফেজবুক পেইজ ঃ

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের নামে একটি ওয়েব সাইট রয়েছে। ওয়েব সাইটের ঠিকানা www.cmoshbd.org. উক্ত ওয়েব সাইটে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারণার জন্য একটি ফেজবুক পেইজ খোলা হয়েছে। ফেজবুক পেইজের লিংক https://www.facebook.com/cmoshbd. হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য পেতে সকল আজীবন সদস্যগণকে বর্ণিত পেইজে যুক্ত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো। এছাড়া চমাশিহা ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের আলাদা একটি ফেইসবুক পেইজ রয়েছে। উক্ত পেইজের লিংক https://www.facebook.com/cmoshOncologyHematology

এএমডি ফ্রান্সের সাথে চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি ঃ এএমডি (ফ্রান্স) ও কেএমডি (ফ্রান্স) ২টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা কক্সবাজারের চকরিয়া এলাকায় অবস্থিত এসএআরপিভি নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করছেন। ২০০১ সাল থেকে উক্ত সংগঠন গুলোর সাথে অত্র হাসপাতাল চুক্তি বদ্ধ হয়ে সমাজের অবহেলিত অসংখ্য গরীব রিকেটজনিত বিকলাঙ্গ রোগী/অর্থোপেডিক্স রোগীদের বিনামূল্যে/স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সের অর্থোপেডিক্স টিম প্রতি বছর অত্র হাসপাতালে এসে ২/৩ মাস অবস্থান করে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন সম্পন্ন করেন। এর মাধ্যমে একদিকে হাসপাতালের চিকিৎসকগণ উন্নত চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত হচ্ছে অন্যদিকে অসহায় রোগীরা চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাচ্ছে। এএমডি ফ্রান্স বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে অনেক মূল্যবান মেডিকেল যন্ত্রপাতি দিয়েছেন। এবারো তারা অর্থোপেডিক বিভাগের জন্য একটি উন্নতমানের ফ্র্যাকচার ওটি টেবিল ক্রয়ের জন্য ৩১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। এএমডি ফ্রান্সের সাথে হাসপাতালের চিকিৎসা, সহযোগীতা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।

সরকারী/বেসরকারী অনুদান ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এৎধহঃ ওহ অরফ খাতে বিগত বছরে ৫ কোটি টাকার অনুদান পাওয়া গেছে। সরকারী অনুদান বৃদ্ধির জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সরকারী অনুদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত অনুদান হাসপাতালের সেবা কার্যক্রমকে আরো বেগবান করছে। পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান নতুন

হাসপাতাল ভবনের জন্য ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের জন্যও পিএইচপি ফ্যামিলি আরো ৫ কোটি টাকা সম্প্রতি অনুদান প্রদান করেছেন। পিএইচপি ফ্যামিলির সর্বমোট অনুদানের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। এছাড়া ইউসিবিএল এর পক্ষ থেকে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ৫ কোটি টাকা, দৈনিক আজাদী পরিবারের পক্ষ থেকে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা, প্রাক্তন লায়ন্স জেলা গভর্ণর ও কনফিডেন্স সিমেন্ট লিঃ এর ভাইস চেয়ারম্যান লায়ন রূপম কিশোর বড়ুয়া ১ কোটি টাকা, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ ১ কোটি টাকা, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রেসিডেন্ট জনাব মাহবুবুল আলম ১ কোটি টাকা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ভিআইপি টাওয়ারের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ আবুল হোসেন নতুন হাসপাতাল ভবনের জন্য ২টি লিফট ও ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা, ইনার হুইল ডিষ্ট্রিক্ট ৩৪৫ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা, প্রফেসর (ডাঃ) আবু তাহের ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী ট্রাস্ট ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর পক্ষ থেকে নতুন হাসপাতাল ভবনের জন্য ২টি লিফট, মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এম এ লতিফ এমপি মহোদয় পক্ষ থেকে একটি লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্স অনুদান পাওয়া গেছে। এসিএস লজিসিটক্স লিঃ এন্ড মেরিনার্স কার্গো সার্ভিসেস লিঃ এর অর্থায়নে ১০ম তলায় একটি অত্যাধুনিক কনফারেন্স হল নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও হাসপাতালের আজীবন সদস্য এবং দাতা ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রতিবছর প্রাপ্ত দান, অনুদান ও যাকাতের অর্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাকাত ফান্ড ও দরিদ্র কল্যান তহবিল ঃ হাসপাতালে আগত অসহায় ও গরীব রোগীদের স্বল্পমূল্যে/ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এ সকল রোগীদের সকল ঔষধ পত্র ও চিকিৎসার খরচ হাসপাতালের যাকাত ফান্ড ও দরিদ্র রোগী কল্যাণ তহবিল থেকে বহন করা হয়। বিগত অর্থ বছরে হাসাতালের যাকাত ফান্ড থেকে ৭৭,৫৩,৯০৯/- টাকা এবং দরিদ্র কল্যাণ তহবিল থেকে ৮৯,৫৯,১৫০/- টাকা অসহায় ও গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। কিডনী ডায়ালাইসিস ও ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য এই ফান্ড সমূহের একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয়। বিগত অর্থ বছরে কিডনী ডায়ালাইসিস বাবদ ৬৫,১৩,২৫৭/- টাকা সহযোগিতা করা হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে আগত অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের যাকাত ফান্ড ও দরিদ্র কল্যাণ তহবিল পর্যাপ্ত সহযোগীতা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অসহায় ও দুস্থ রোগীদেরকে ঔষধ, খাবার ও বাচ্চাদের পুষ্টির জন্য খিঁচুরি ও দুগ্ধজাত খাবার বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এছাড়াও, সব ধর্ম বর্ণের গরীব ও হতদরিদ্র শ্রেনীর লোকদের যাচাই বাছাই করে ফ্রি ও অর্ধ-ফ্রিতে নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোন রোগীকেই টাকার অভাবে চিকিৎসার জন্য এখান থেকে ফেরত দেয়া হবে না - এটি আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। আপনাদের যাকাতের অর্থ একজন অসহায় ও দুঃস্থ মুসলিম রোগীকে বেঁচে থাকার জন্য সহায়তা করবে। অতএব আপনার যাকাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ "চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতালের যাকাত ফান্ডে" প্রদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। হাসপাতালের সকল আজীবন সদস্য/সদস্যা, ডোনার, পৃষ্ঠপোষক ও সমাজের সকল বিত্তশালীদের হাসপাতালের যাকাত ফান্ডে যাকাতের একটি অংশ প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ ফান্ডঃ হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-কাঠামো বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান বেতন কাঠামো অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের সর্বশেষ বেতন-কাঠামোতে পূর্ণাঙ্গ পে স্কেল অনুযায়ী হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার সুপারিশ অনুযায়ী হাসপাতালের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের যাদের চাকুরীর বয়স ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এরকম ১০১জন কর্মচারীর বেতন ভাতা ফিক্স সেলারী থেকে স্কেলভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদেরও স্কেলভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিশু পরিবারের সকল সদস্য যাতে মানসম্মত জীবন যাপন করতে পারে এব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাই তাদের জন্য রয়েছে 'কল্যাণ-ফান্ড' নামে একটি ফান্ড। উক্ত ফান্ড থেকে হাসপাতালের অস্বচ্ছল কর্মকর্তা কর্মচারীদের যেকোন রকম আর্থিক সাহায্য ও তাদের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং অফেরতযোগ্য দান-অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

আজীবন সদস্য/সদস্যাগণের তথ্যাদি সংরক্ষণ ঃ বর্তমানে হাসপাতালের আজীবন সদস্য/সদস্যার সংখ্যা ১০২৩৬ জন।

আজীবন সদস্য/সদস্যাদের যাবতীয় তথ্যাদি (নাম, ঠিকানা, ছবি, টেলিফোন নম্বর) নতুন ডাটাবেজ সফটওয়ারের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উক্ত সফটওয়ারের মাধ্যমে আজীবন সদস্য/সদস্যাদের সকল তথ্য সংরক্ষন, হালনাগাদকরণ, সদস্য/সদস্যাদের আইডি কার্ড তৈরি, ভোটার লিষ্ট তৈরি, ভোট গ্রহণ সহ সকল তথ্য হালনাগাদ করার কাজ চলমান রয়েছে। সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়। যে সকল আজীবন সদস্য/সদস্যাদের মোবাইল নম্বর, ছবি ও তথ্য হালনাগাদ নাই তাদেরকে ছবি জমা প্রদান পূর্বক তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। যদি কোন আজীবন সদস্য হাসপাতাল থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে কোন মেসেজ না পান তাহলে তাদেরকে আজীবন সদস্য নং ও মোবাইল নম্বর হাসপাতাল অফিসে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা হাসপাতালের প্রাণ। আপনাদের যেকোন মতামত ও পরামর্শ আমরা সব সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকি। আপনারা যেকোন সময় হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন এবং হাসপাতালের উন্নয়নে আপনাদের যেকোন পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব। যেকোন সময় যেকোন অনিয়ম আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আজীবন সদস্য/সদস্যাদের জন্য আলাদা ক্যাশ কাউন্টার ও একটি হেলপ ডেস্ক এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন হাসপাতাল ভবনের নিচ তলায় সম্মানিত আজীবন সদস্যাদের জন্য আলাদা একটি ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া যেকোন প্রয়োজনে আপনারা সরাসরি পরিচালক (প্রশাসন) এর সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারীর দরজা আপনাদের জন্য সবসময় উন্মুক্ত আছে। আপনারা যেকোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধীনে বর্তমানে হাসপাতালের ৭টি প্রকল্প আমরা অত্যন্ত সুন্দর ও সফল ভাবে পরিচালনা করে আসছি। আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগীতায় আমরা আজকের এ অবস্থানে এসে পৌঁছাতে পেরেছি। চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল ইতিমধ্যে একটি বিশেষায়িত ও মডেল হাসপাতাল হিসেবে দেশে ও দেশের বাহিরে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমাদের মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশের ৬৮ টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ইনষ্টিটিউট ও অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের এই সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে - ইনশাআল্লাহ।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সমূহ ঃ

১. আগামী ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল ভবনের অসম্পূর্ণ কাজ গুলি সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে নতুন হাসপাতাল ভবনের উদ্বোধন করা। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে নতুন এই হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন।

২. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নিত করা।

৩. ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য নতুন আরেকটি রেডিওথেরাপি মেশিন সংযোজন এবং ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের কাজ সম্পন্ন করা।

৪. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের অধীনে ৫০ আসন বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট চালু করা।

৫. উচ্চতর প্রশিক্ষনের জন্য এমএস (গাইনী), ডিজিও কোর্স, এমডি (নিওনেটলজি) ও এমডি (শিশু নিওরোলজি) কোর্স চালু করা।

৬. হাসপাতালের জন্য নতুন এমআরআই মেশিন ও মেমোগ্রাফি মেশিন ক্রয় করা।

৭. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধীনে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

৮. ২০২৪ সালের মধ্যে মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা।

সর্বোপরি এখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের বেসরকারী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সহ একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল

ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি, পরম করুনাময় মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যা, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, দানশীল ব্যক্তিবর্গ, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের সর্বাত্বক সহযোগিতা, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য/সদস্যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, শ্রম ও সঠিক নির্দেশনায় এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্বশীলতার সাথে দায়িত্ব পালন, সরকারের অংশীদারিত্ব, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সমূহের সহযোগিতা সর্বোপরি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যারা এই হাসপাতালের জন্য কাজ করেছেন, শ্রম ও মেধা দিয়ে হাসপাতালকে আজকের এই অবস্থানে এনেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আমি এতক্ষণ চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পড়ে শোনালাম। কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে এর সার্বিক তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা আমার দায়িত্ব। সাফল্য যতটুকু তার কৃতিত্ব আপনাদের সকলের আর ব্যর্থতার দায়ভার আমার এবং আমার কমিটির।

দীর্ঘ সময় ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যে সকল সরকারী/ বেসরকারী/ দাতা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ হাসপাতালে নগদ অর্থ ও বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করে দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। চট্টগ্রামের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, জাতীয় দৈনিক সমূহ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ আমাদের হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, সচিত্র প্রতিবেদন ও কর্মকান্ড বিভিন্ন সময়ে জনসমক্ষে তুলে ধরে হাসপাতালকে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত, আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন, তাঁদের কাছেও আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে হাসপাতালের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফল ভাবে আয়োজনে সর্বাত্বক সহযোগীতার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য/ সদস্যাবৃন্দ, আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, হাসপাতালের সকল স্তরের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের সকলের সার্বিক কল্যাণ, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং হাসপাতালের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে,

তারিখ ঃ চট্টগ্রাম
২৯/০৬/২০২৪

মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ
জেনারেল সেক্রেটারী, কার্যনির্বাহী কমিটি,
চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।